গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ।

নথি নং-৩(১)শুল্কঃ রপ্তানী ও বন্ড/২০০১/ তারিখ ঃ ০৯/১১/০৩ খৃঃ।

বিষয় ঃ ২৫/০৮/২০০৩ খৃঃ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দের অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

গত ২৫/০৮/২০০৩ খৃঃ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দের একটি সভা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা ও বিজিএমইএ-এর নেতৃবৃন্দের নাম ও পদবী পরিশিষ্ট-ক এর দেখানো হ'ল । সভায় আলোচিত বিষয় ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ ঃ

০২। সাধারণ বন্ড সম্পাদন ঃ

পোষাক শিল্পের কাঁচামাল warehousing এর জন্য এককালীন সম্পদিত ডিউটি বন্ড ও প্রতিটি আমদানী-চালানের বিপরীতে পৃথক পৃথকভাবে দাখিলযোগ্য রিক্স বন্ডের পরিবর্তে একত্রে একটি সাধারন বন্ড সম্পাদনের সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে । বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, এরূপ সাধারন বন্ড সম্পাদন কার্যক্রমকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের audit সম্পন্ন হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে ফলে, কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারন বন্ড সম্পাদনে সমস্যা দেখা দিচ্ছে । যথাসময়ে audit নিস্পন্ন না হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানই audit এর জন্য প্রয়োজনীয় সমুদ্বয় দলিলাদি জমা প্রদান করেন না; তেমনী প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র জমা প্রদান করা হলেও জনবলের অপ্রতুলতার করণে বন্ড কমিশনারেট হতে audit অনিস্পন্ন থেকে যায়। কাজেই, রপ্তানী বাণিজ্যের স্বার্থে এক্ষেত্রে আরোপিত উক্তরূপ শর্ত শিথীল করার জন্য বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। কমিশনার, কাস্টমস্ (বন্ড) বলেন যে, এ প্রসঙ্গে বিজিএমইএ-এর সাথে বন্ড কমিশনারেটে আলোচনা হয়েছে । বিজিএমইএ-এর প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় মর্মে তিনি অভিমত রাখেন।

সিদ্ধান্ত ঃ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে (ডিউটি বন্ড ও রিক্স বন্ড একত্রিত করে) একটি সাধারন বন্ড সম্পাদন করা যাবে; যথা ঃ

(১) যে সকল প্রতিষ্ঠানের audit কার্যক্রম হালনাগাদ আছে;
(২) Audit সংক্রান্ত সমুদ্বয় দলিলাদি জমা প্রদান করা হয়েছে কিন্তু লোকবলের স্বল্পতার কারণে শুল্ক কর্তৃপক্ষ audit কাজ শেষ করেননি । অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন অসহোযিতা ছিলনা এরূপ ক্ষেত্রে audit দু বছর বাকী থাকলে;
(৩) গত তিন বছরের মধ্যে দু'বছর audit সম্পন্ন রয়েছে । কিন্তু audit এর জন্য তৃতীয় বছরের সকল আনুসঙ্গিক দলিলাদি জমা দেয়া হয়নি;
(৪) যে সকল প্রতিষ্ঠানের audit দুই বছরের অধিক সময়ের জন্য অনিস্পন্ন রয়েছে এবং সমুদ্বয় দলিলাদি জমা দেয়া হয়নি সে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তিন মাস সময়ের জন্য সাধারন বন্ড সম্পাদন করা যেতে পারে । audit এর জন্য সমুদ্বয় দলিলাদি উক্ত তিন মাসের মধ্যে জমা দেয়া না হলে উক্তরূপ সীমিত সময়ের জন্য সম্পাদিত সাধারন বন্ড বাতিল করা হবে ।

০৩। Customs pass-book- এ export entry প্রসঙ্গে ঃ

বিজিএমইএ পক্ষ থেকে সভায় বলা হয় যে, পোষাক শিল্পের কাঁচামাল আমদানী-তথ্য যেভাবে তাৎক্ষণিক Customs pass-book- এ entry করা হয়, তেমনি রপ্তানীর ক্ষেত্রেও রপ্তানী-তথ্য Customs pass-book- এ তাৎক্ষণিক entry হওয়া বাঞ্চনীয় । তাৎক্ষণিক export entry প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে বিজিএমইএ এর সাথে শুল্ক ভবন পর্যায়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছিল; কিন্তু তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না । সদস্য (শুল্ক) বলেন যে, শুধু bill of export এর ভিত্তিতে Customs pass-book- এ export entry দেয়া বাস্তব সম্মত নয়; তাছাড়া, এটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। Bill of export এর সাথে (রপ্তানী পন্য জাহাজীকরণের) EGM মিলিয়ে Customs pass-book- এ export entry দেয়া হয় । বিধায়, বিদ্যমান জনবল এবং পদ্ধতিতে export entry হালনাগাদ রাখা খুবইদুরূহ ব্যাপার । এক্ষেত্রে অন্যকোন বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হলে হয়তো বা এ সমস্যা এড়ানো যেতো । সভাপতি

বলেন যে, audit এর প্রয়োজনে Customs pass-book- এ export entry দ্রুত সম্পন্ন হওয়া বাঞ্চনীয় । সংশ্লিষ্ট শুল্ক-এ যাতে করে এক থেকে দুই মাসের মধ্যে export entry সম্পন্ন হয় সেলক্ষ্যে পদ্ধতি প্রণয়ন ও অনুসরণ করতে হবে ।

বিস্তারিত পর্যালোচনা করে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হয় ।

<u>সিদ্ধান্ত</u> ঃ রপ্তানী-পণ্য জাহাজীকরণের Export General Menifest (EGM) পাওয়ার এক মাসের মধ্যে Customs pass-book-এ export entry সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য/পদ্ধতি প্রণয়ন ও অনুসরণ করার জন্য চট্টগ্রাম শুল্ক ভবন সহ অন্যান্য শুল্ক ভবনে নির্দেশ প্রদান করা হবে ।

০৪। পোষাক শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকানা পরিবর্তন, কারখানা স্থানান্তর এবং সম্প্রসারণের জন্য বন্ড কমিশনারেট এর পূর্বনুমতি গ্রহণ <u>প্রসঙ্গে</u> ঃ

সভায় বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, কোন কোন পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ড কমিশনারেট হতে পূর্বানুমতি গ্রহণ না করে কারখানা পরিবর্তন/স্থানান্তর করছে । পরবর্তীতে এরূপ পরিবর্তনের বিষয় অনুমোদনের জন্য বন্ড কমিশনারেট আবেদন দাখিল করা হয় । কিন্তু পূর্বানুমতি গ্রহণ না করায় বন্ড কমিশনারেট হতে এ সকল ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপ করা হচ্ছে ।

কমিশনার (বন্ড) বলেন যে, প্রতিষ্ঠানের কাযক্রম পরিদর্শন/তত্ত্বাবধান করার স্বার্থে কারখানার স্থানান্তর,সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পূবেই বন্ড কমিশনারেটে অবহিত করার বিধান রয়েছে । বন্ড লাইসেন্সেও এরূপ শর্ত রয়েছে । বন্ড প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ পরিবর্তনের বিষয়গুলো কোন কোন ক্ষেত্রে বন্ড কমিশনারেটে অবহিত করেন না বরং, এরূপ পরিবর্তনের বিষয়গুলে তদন্ত/পরিদর্শনের সময় উদঘাটিত হয়ে থাকে । বিধায়, বলবৎ বিধানের পরিপন্থী উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য আইনতঃ জরিমান আরোপ করা হয়ে থাকে । তবে, বাস্তব কারণ থাকলে এরূপ বিষয়গুলো নমনীয় ভাবে দেখা হয়ে থাকে ।

<u>সিদ্ধান্ত</u> ঃ বিদ্যমান পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বন্ড কমিশনারেট হতে পূর্বানুমতি গ্রহণ করে মালিকানা পরিবর্তন ও কারখানা স্থানান্তর করতে হবে ।

০৫। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে Custom House কর্তৃক fabrics এর cutting তদারকী করার সিদ্ধান্ত প্রদান করার পরিবর্তে সেখান থেকে fabrics এর নমুনা বন্ড কমিশনারেটে প্রেরণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক fabrics এর <u>cutting তদারকী করা প্রসঙ্গে</u> ঃ

সভায় বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, পলিয়েস্টার কাপড় দ্বারা বর্তমানে বিভিন্ন ফ্যাশনের পোশাক তৈরী হচ্ছে যা বহুল ব্যবহৃত এবং প্রচলিত । পলিয়েস্টার ও জর্জেট কাপড় আমদানীর ক্ষেত্রে কাস্টমস্ হাউস, চট্টগ্রাম কর্তৃক (escort প্রদান করা সহ) fabrics এর cutting তদারকী করার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হচ্ছে । ফলে, এ ধরণের কাঁচামাল খালাসে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হচ্ছে।

জানা যায় যে, বিজিএমইএ-এর এক সময়ের প্রস্তাব মোতাবেকই শুল্ক ভবন, চট্টগ্রাম থেকে উক্তরূপ ব্যবস্থা নেয় হয়ে আসছে । কমিশনার (বন্ড) বলেন যে, কাস্টমস্ হাউস, চট্টগ্রাম কর্তৃক fabrics এর cutting তদারকী করার সিদ্ধান্ত প্রদান না করে নমূনা বন্ড কমিশনারেটে প্রেরণ করা হলে ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য চালান/প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বন্ড কমিশনারেট হতে fabrics এর cutting তদারকীর সিদ্ধান্ত প্রদান ও তা বাস্তবায়ন করা হবে-মর্মে শুল্ক ভবন, চট্টগ্রাম-কে জানানো হয়েছে ।

<u>সিদ্ধান্ত</u> ঃ fabrics যে শুল্ক স্টেশনের মাধ্যমে আমদানী হবে সেখানকার শুল্ক কর্তৃপক্ষ fabrics এর cutting তদারকীর করার সিদ্ধান্ত প্রদান না করে fabrics এর নমুনা বন্ড কমিশনারেটে প্রেরণ করবে । তবে, এরূপ কোন চালান ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবন escort এর মাধ্যমে তা বন্ড প্রতিষ্ঠানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং আবশিকভাবে fabrics এর নমুনা প্রেরণ সহ বন্ড কমিশনারেটকে তা অবহিত করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্ড কমিশনারেট fabrics এর cutting তদারকীর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করবে।

০৬। <u>একই premise-এ বন্ড কার্যক্রম সীমিত থাকার বিধান হোসিয়ারী নীট শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শিথিলকরণ প্রসঙ্গে</u> ঃ

বিকেএমইএ-এর প্রতিনিধি বলেন যে, হোসিয়ারী নীট প্রতিষ্ঠানের সার্কুলার নিটিং মেশিন অনেক সময় একই কারখানায় স্থাপন করা সম্ভব হয় না । কারণ, সার্কুলার নিটিং মেশিনের জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী উচ্চতা সম্পন্ন floor আবশ্যক এবং যন্ত্রপাতিগুলো

আকারে বড় ও ভারী । ফলেএসব যন্ত্রপাতি একই কারখানায় স্থাপন করা সম্ভব হয় না । একই premise-এ বন্ড প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সীমিত থাকার বিধান রয়েছে বিধায়, একাধিক স্থানে স্থাপিত মেশিন এবং উৎপাদন কার্যক্রমকে সমন্বিত করে বন্ড লাইসেন্সে অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে না এবং এরূপ অনেক বন্ড লাইসেন্স বন্ড কমিশনারেট হতে স্থগিত করা হয়েছে ।

সিদ্ধান্ত ঃ একাধিক স্থানে মেশিন স্থাপন করে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হলে ইউনিট-১, ইউনিট-২ এভাবে পৃথক পৃথক বন্ড লাইসেন্স গ্রহণ/প্রদান করতে হবে ।

০৭। পোষাক শিল্পের আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক বিবরণী বন্ড কমিশনারেটে দাখিলকরণ প্রসঙ্গে ঃ

পোষাক শিল্পের আমদানি-রপ্তানির সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক বিবরণী বন্ড কমিশনারেটে দাখিল করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং এস.আর.ও.১৫৩-আইন/৯৩/১৫২০/শুল্ক তারিখ ৩রা আগষ্ট, ১৯৯৩ এর বিধি ৫(ক) উপবিধি-৪ ও উপবিধি-৫ এর আওতায় আদেশ দেয়া হচ্ছে । কোন প্রতিষ্ঠানের ত্রৈমাসিক বিবরণী দাখিল করা থাকলে ঐ প্রতিষ্ঠানের audit অনিস্পন্ন রাখাসহ সাধারণ বন্ড সম্পাদন করা হচ্ছে না । বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বর্তমানে রপ্তানির বিপরীতে বৈদেশিক মূদ্রা প্রত্যবাসনে প্রায় ১৮০ দিন সময় প্রয়োজন হচ্ছে । স্বল্প মেয়াদ অন্তর অন্তর আমদানি-রপ্তানির বিবরণী প্রস্তুত এবং দাখিল করতেও জনবল ও শ্রমের প্রয়োজন হয় । এ সকল কারণে অনেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ত্রৈমাসিক বিবরণী দাখিল করা সম্ভব হচ্ছে না । ত্রৈমাসিক বিবরণী দাখিলের পরিবর্তে এক বছর অন্তর উক্তরূপ বিবরণী দাখিল করার বিধান প্রবর্তন করার জন্য বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে সভায় প্রস্তাব করা হয় । ত্রৈমাসিক বিবরণী দাখিল এবং যাচাই করা পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষ-উভয়ের জন্যই দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া, রপ্তানির বিপরীতে বৈদেশিক মূদ্রা প্রত্যবাসনে সময়সীমা ১৮০ দিন (ছয় মাস) । অধিকিন্তু বিস্তারিত অডিটের জন্য বাৎসরিক ভিত্তিতে সকল আমদানি-রপ্তানি দলিলাদি দাখিল করার বিধান রয়েছে । মূলতঃ বন্ড প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অন্তর্বতীকালীন যাচাই/পর্যালোচনার জন্য ত্রৈমাসিক বিবরণী গ্রহণ করা হয়ে থাকে । সার্বিক দিক পর্যালোচনা করে প্রতীয় মান হয় যে, ত্রৈমাসিক বিবরণী দাখিলের পরিবর্তে ছয় মাস অন্তর উক্তরূপ বিবরণী দাখিল করা যুক্তিযুক্ত হবে ।

সিদ্ধান্ত ঃ আমদানি-রপ্তানির ত্রৈমাসিক বিবরণী দাখিল করার পরিবর্তে ষান্মসিক বিবরণী দাখিল করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধি প্রয়োজনীয় রূপে পরিবর্তন করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

০৮। পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে Audit প্রতিবেদন প্রদান প্রসঙ্গে ঃ

বার্ষিক audit সম্পন্ন হওয়ার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত audit প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রদান করা প্রয়োজন। বিজিএমইএ-এর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বন্ড কমিশনারেট পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

অনুমোদিত audit প্রতিবেদনের সারাংশ সংশ্লিষ্ট পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করার বিজিএমইএ'র প্রস্তাবের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নীতিগতভাবে ঐকমত্য পোষণ করে।

সিদ্ধান্ত ঃ audit প্রতিবেদন বন্ড কমিশনারেটের যথাযথ কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর প্রতিবেদনের সারাংশ পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রদান হবে।

০৯। DEPZ হতে fabrics খালাস প্রসঙ্গে ঃ

পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল (fabrics ও accessories) কোন কোন ক্ষেত্রে DEPZ হতে আমদানি করা হয়ে থাকে । আমদানি ঋণপত্রের মূল্য ১০,০০০/(দশ হাজার) মার্কিন ডলার বা ততোধিক হলে DEPZ এ অবস্থিত কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ সে সকল ঋণপত্র সরেজমিনে ব্যাংকে গিয়ে যাচাই করার জন্য উদ্যোগী হয়ে । এতে করে কাঁচামাল আমদানি বিলম্বিত হয় । ব্যবস্থাপনাগত সার্বিক উন্নয়নের জন্য DEPZ -এ সহকারী কমিশনার বা তদোর্ধ পদ মর্যাদার কর্মকর্তা পদস্থ করার জন্য বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে প্রস্থাব করা হয় ।

বন্ডের আওতায় পোশাক শিল্পের কাঁচামাল আমদানির বিপরীতে প্রযোজ্য শুল্ক-কর অনাদায়ী থাকে বিধায়, ঋণপত্রের মতো গুরুত্বপূর্ন আমদানি-দলিল random basis -এ যাচাই করার আবশ্যকতা রয়েছে । তবে, এরূপ যাচাই কাজ ঢালাওভাবে না করে বরং তা risk analysis পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যাচাই করে দেখা যায় । DEPZ -এ সহকারী কমিশনার বা তদোর্ধ পদ মর্যাদার কর্মকর্তা পদস্থ করার বিজিএমইএ'র প্রস্তাবের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নীতিগতভাবে ঐকমত্য পোষণ করে । তবে, বর্তমানে শুল্ক কর্তৃপক্ষের জনবল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়ন করতে সমস্যা রয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ DEPZ শুল্ক কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমে ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে সেখানে একজন সহকারী কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের পদস্থ করার বিষয় বিচেনা করা হবে ।

১০। প্রতিষ্ঠিত শতভাগ রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের BMRE-এর জন্য আমদানিকৃত মেশিনারিজ-এর ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্তকরণ প্রসঙ্গে ঃ

শতভাগ রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠান মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানী, স্থাপনের পর এক বছরের উৎপাদিত সমুদ্বয় পণ্য রপ্তানি-এ সকল শর্ত প্রতিপালন করার পর কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান BMRE(Balancing Modernizating, Replacement, Expansion)-এর জন্য পুনরায় মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানী করে থাকে। বর্তমানে বলবৎ বিধায় অনুযায়ী BMRE-এর জন্য আমদানিকৃত মেশিনারিজের বিপরীতে PRC দাখিলপূর্বক ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করতে হয় । প্রতিষ্ঠিত রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রথম উৎপাদন কাজ শুরু করার পূর্বে আমদানিকৃত সমুদ্বয় মেশিনারীজের মোট মূল্যের ১০% মূল্য সীমা পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানী করে ইনডেমনিটি বন্ডের আওতায় খালাস নেয়া হলে শুধুমাত্র Installation Certificate-এর ভিত্তিতে সে ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়।

বিজিএমইএ'র উক্ত প্রস্তাব সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করে দেখা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ যে সকল প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যেই পণ্য উৎপাদন রপ্তানী শুরু করেছে সে সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদন-সহায়ক মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানী করে ইনডেমনিটি বন্ডের আওতায় খালাস নেয়া হলে সেক্ষেত্রে উক্ত যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা হয়েছে এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে ন্যুনতম এক বৎসর সময় ব্যবহৃত হয়েছে-বন্ড কমিশনারেটের এরূপ প্রত্যয়ণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করা যাবে। প্রথম উৎপাদন কাজ শুরু করার পূর্বে আমদানিকৃত সমুদ্বয় মেশিনারীজের মোট মূল্যের ১০% মূল্য সীমা পর্যন্ত উক্তরূপ মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানী করে এ পদ্ধতিতে ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করা যাবে।

১১। পুরাতন নথিপত্র ধ্বংসকরণ ঃ

কোন প্রতিষ্ঠানের অডিট নিস্পন্ন হওয়ার পর নথিপত্র ধ্বংসকরণের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিজিএমইএ প্রস্তাব করে । তারা জানান যে, এ ধরনের নথিপত্রের volume দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং space দখল করে রাখছে । সদস্য (শুল্ক) বলেন যে, শুল্ক ভবন এবং বন্ড কমিশনারেটেও এরূপ দলিলাদির সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, সংশ্লিষ্ট অফিস ভবনের অনেক অংশ জুড়ে তা সংরক্ষণ করতে হচ্ছে । এতে করে দৈনদিন নতুন নতুন দলিলাদি সংরক্ষণের স্থানের সংকুলান হচ্ছে না ।

সিদ্ধান্ত ঃ নথি/দলিল সংরক্ষণের আইনানুগ মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে এবং অনিস্পন্ন কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট না থাকলে অডিটের সে সকল নথিপত্র ধ্বংস করা যায় ।

১২। বিবিধ ঃ

Purchase order এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে accessories সংগ্রহের মূল্যসীমা মার্কিন ডলার ১০,০০০/০০ এর পরিবর্তে ২০,০০০/০০ করার জন্য বিজিএমইএ'র পক্ষ থেকে প্রস্থাব করা হয় । এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয় ।

সিদ্ধান্ত ঃ Purchase order এর মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে accessories সংগ্রহের মূল্যসীমা মার্কিন ডলার ১৫,০০০/০০ (পনর হাজার) এ উন্নীত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে । স্থানীয়ভাবে সংগৃহতি উক্ত accessories প্রচলিত বিধান মোতাবক পরবর্তীতে সমন্বয় করতে হবে ।

স্বাক্ষরিত/-
(মনয়ুর মান্নন)
সদস্য (শুল্ক)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড,